আমাদের সময়

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যেখানে পড়ালেখার সুযোগ পায় শুধু মুসলমান শিক্ষার্থীরাই

চট্টগ্রামের সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়

মীর রাতুল হাসান, চট্টগ্রাম ●
মুসলমানরা ছাড়া অন্য কেউ ভর্তি হতে পারে না চট্টগ্রাম সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুধু মুসলমানরাই পড়ার সুযোগ পেয়েছে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটিতে। শিক্ষকতাও করছেন মুসলমান শিক্ষকরা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সবাই মুসলমান হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এখানে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির। এমনকি এখানে ছাত্রশিবিরের শ্রেণিভিত্তিক কমিটিও রয়েছে। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করছে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের অভিভাবক রফিকুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, ভাবতেই অবাক লাগে সরকারি একটা প্রতিষ্ঠানে ধর্মের ভিত্তিতে ছাত্রদের পৃথক করা হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্মভিত্তিক বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে। এটা শিক্ষার্থীদের প্রতি অন্যায় আচরণ। এটাতো কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়। আমরা একই সমাজে বাস করতে পারলে আমাদের সন্তানরা একসঙ্গে পড়তে সমস্যা কোথায়? এভাবে চললেতো শিশুমনেই সাম্প্রদায়িকতা তৈরি হতে পারে। আমার ছেলে কয়েকবার ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক কাগজ নিয়ে বাসায় ফিরেছে। তার মানে এখানে শিবির সক্রিয় রয়েছে।

নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র জয় দাশের মা প্রীতি এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

যেখানে পড়ালেখার সুযোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দাশ বলেন, শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় বলে আমাদের সন্তানরা এখানে ভর্তির সুযোগ পায় না। মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশেই পাথরঘাটা এলাকায় আমার বাড়ি। কিন্তু আমরা হিন্দু বলে ওই স্কুলে ছেলেকে ভর্তির আবেদনও করতে পারিনি। বাসা থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে হয়েছে ছেলেকে। প্রতিদিন স্কুলে যেতে-আসতে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় চলে যায়। বাসা দূরে হওয়ায় স্কুলে দিয়ে আসতে গেলে আর বাসায় ফিরে আসতে পারি না। স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বসে থাকতে হয় আমাকে। চট্টগ্রাম হাজী মুহম্মদ মহসিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইতি কণা চৌধুরী বলেন, সকল ধর্মের শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। ধর্মভিত্তিক আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলে সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলো দূর করা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকলকে একসঙ্গে পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। এসব কথা ভেবেই ২০০৭ সাল থেকে হাজী মুহম্মদ মহসিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সকল ধর্মের শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।